পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (০৪ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ), শনিবার বেলা ১১.০০ টায় 'নেভি কনভেনশন সেন্টার', আমবাগান রোড, টাইগারপাস, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) ও কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিব উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
০১	জনাব মোঃ সামছুর রহমান	চেয়ারম্যান
০২	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল	ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক
০৩	জনাব মোঃ এখলাছুর রহমান	পরিচালক
০৪	ড. মহঃ শের আলী	পরিচালক
০৫	জনাব কে. এম এনায়েতুল করিম	ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক
০৬	জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান মিয়া টুটুল	পরিচালক
০৭	জনাব নাসিরুদ্দিন আকতার রশীদ	শেয়ারহোল্ডার পরিচালক
০৮	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৯	জনাব সোহেল আব্দুল্লাহ্	কোম্পানি সচিব

পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বহিঃবাংলাদেশ ছুটিজনিত কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। পর্ষদ চেয়ারম্যান তাঁর অনুপস্থিতিকে অনুমোদন করেন।

কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১,৫৯১ জন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে ১,৪৪৪ জন ব্যক্তিগতভাবে এবং ১৪৭ জন প্রক্সির মাধ্যমে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে পর্ষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে যে কোন একজন শেয়ারহোল্ডারকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আহ্বান জানানো হলে কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেন (বিও নং-১২০১৬০০০৪৬১৬৪৯৯৬)** কর্তৃক পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার সভাপতি কর্তৃক নিজের পরিচিতি প্রদানের পর কোম্পানির সম্মানিত পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিবকে উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট স্ব-স্ব পরিচিতি প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং কোম্পানি সচিব কর্তৃক তাঁদের নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভে সভাপতি কর্তৃক কোম্পানি সচিব জনাব সোহেল আব্দুল্লাহ্‌কে সভার নোটিশ পাঠের আহ্বান জানালে কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভার নোটিশ পাঠ করা হয়।

অতঃপর চেয়ারম্যান কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য জানানো হয় যে, সরকার কর্তৃক ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত এ বছরকে মুজিব শতবর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক ফিলিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এই ফিলিং স্টেশনটি এমনভাবে নির্মাণ করা হবে, যাতে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে যে সকল ফিলিং স্টেশন/পেট্রোল পাম্প নির্মিত হবে তা মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনটির নমুনা বা টাইপ অনুসারে নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে কোম্পানি কর্তৃক মন্ত্রণালয় থেকে মডেল ফিলিং স্টেশনটির নমুনা/নকশা অনুমোদিত হয়। কোম্পানি কর্তৃক মডেল ফিলিং স্টেশনের জায়গা নির্ধারণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনাসমূহে জ্বালানি তেল খালাস এবং পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশন করার কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান কর্তৃক আরও উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের পাশাপাশি অটো গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক তাদের নিবন্ধিত ফিলিং স্টেশনে অটো গ্যাস বিপণনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ কোম্পানির যে সকল ফিলিং স্টেশনে অটোগ্যাস বিপণন করা হবে সে সকল ফিলিং স্টেশনসমূহ থেকে কোম্পানি প্রতি লিটারে ৫০ পয়সা কমিশন পাবে। ফলে এ খাতে কোম্পানি বাড়তি আয় করতে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করা হয়। এ তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ হলে জেট-এ-১ ফুয়েল, যা কেবলমাত্র পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বিপণন করা হয়, এর বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এলপিজি বিপণন করে থাকে।

সরকার কর্তৃক এলপিজি বিক্রয় খাতে কোম্পানির মার্জিন বৃদ্ধি করায় এলপিজি বিপণন খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পাবে বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের কোন বক্তব্য থাকলে তা জানানোর জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ জানানো হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত চেয়ারম্যানের বক্তব্য ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ইতোমধ্যে পঠিত হয়েছে এবং তৎপ্রেক্ষিতে তা পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করার জন্য সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এতে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়। আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি- ০১ : বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

উপস্থাপন:

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ৮৯ (২) ধারা মোতাবেক বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং কার্যবিবরণীর খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। তাই সভাপতি কর্তৃক কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ সামসুল আলম (বিও নং ১২০৩৬২০০২৪৫৬৪৫১৩)** কর্তৃক কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ দিদারুল ইসলাম (বিও নং ১২০৩৩৩০০২৮২৫৩৭৪০)** কর্তৃক সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিশ্চিতকরণ করা হলো এবং সভাপতি কর্তৃক তা স্বাক্ষরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচি- ০২ : ২০১৯ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন।

উপস্থাপন:

সভাপতি কর্তৃক উপর্যুক্ত আলোচ্যসূচি উপস্থাপনকালে বলা হয় যে, ৩০শে জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবের উপর শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে। সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক তা পঠিত হয়। তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পঠিত হয় বলে গণ্য হবে। অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মতামত আহ্বান করা হয়।

আলোচনা :

৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদনের উপর নিম্নোক্ত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয় :

(১) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার অধ্যাপক মোঃ আবুল হাসান (বিওনং ১২০৪৯৭০০৫১৫২৭৮৮১)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার অধ্যাপক মোঃ আবুল হাসান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরের কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডের, বিশেষ করে হালদা নদীর সন্নিকটে দুর্ঘটনা কবলিত রেল ওয়াগন থেকে নিঃসৃত ফার্নেস অয়েল থেকে হালদা নদীকে দুষণমুক্ত রাখার বিষয়ে কোম্পানির কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এছাড়া, সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় প্রতিজ্ঞা প্রবীণ নিবাসে অনুদান প্রদানের জন্য কোম্পানিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি আরও ব্যাপকহারে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত পদ্মা অয়েল মডেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরের জন্য প্রস্তাব করা হয়। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আলোচ্য অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৪৮ শতাংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরে গত অর্থবছরের ন্যায় মুনাফা অর্জিত না হওয়া সত্ত্বেও গত অর্থবছরের ন্যায় ডিভিডেন্ডের হার বজায় রাখার জন্য পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মোংলা অয়েল ইন্সটলেশনের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য এবং কোম্পানির আগ্রাবাদে ২৩ তলা ভবনের নির্মাণ কাজের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে, চমৎকার একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উপহার দেওয়ার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(২) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কবীর আহমেদ চৌধুরী (বিও নং ১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কবীর আহমেদ চৌধুরী কর্তৃক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে বার্ষিক প্রতিবেদনে কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা সুন্দরভাবে প্রদান করা হয়েছে মর্মে বার্ষিক প্রতিবেদনের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং এ জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকাশনা কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং এজিএম এর সার্বিক আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে ইপিএস গত বছরের তুলনায় হ্রাস পাওয়ার ও শেয়ার প্রতি নগদ পরিচালন প্রবাহ ঋণাত্মক হওয়ার কারণ এবং কোম্পানির বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এই তিন কোম্পানি সমন্বিতভাবে চট্টগ্রামে একটি আধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করার জন্য এবং কোম্পানির নিয়োগ পরীক্ষায় শেয়ারহোল্ডারদের সন্তানরা ভালো করলে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হয়। তাঁর বক্তব্যে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তাঁদেরকে কোম্পানি কর্তৃক বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে সম্মানিত করার জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হয়। তাঁর বক্তব্যে শেয়ারবাজারের বর্তমান মন্দা অবস্থা নিয়ে শংকা প্রকাশ করা হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকরী ভূমিকায় শেয়ার বাজারের বর্তমান এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। পরিশেষে, আগামী ১ মাসের মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের শেয়ারের মূল্য ২৫০ টাকায় উন্নীত হবে- এ আশাবাদ ব্যক্তকরণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(৩) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাবা শিরিন আক্তার (বিও নং ১২০৫৫৯০০৬৬৪৭৪৮০৩)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাবা শিরিন আক্তার তাঁর বক্তব্যের শুরুতে পুরুষ শেয়ারহোল্ডারদের পাশাপাশি মহিলা শেয়ারহোল্ডারদেরকে বক্তব্য রাখার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানের আহ্বান জানানোর জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে সুন্দরভাবে এজিএম আয়োজনের প্রশংসা করে আলোচ্য অর্থবছরে গত অর্থবছরের তুলনায় বিক্রয়, গ্রস মুনাফা, ইপিএস হ্রাস পেয়েছে অথচ পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে এজিএম এর আয়োজন ও বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রশংসা করা হয়। তবে তাঁর বক্তব্যে শেয়ারবাজারের বর্তমান মন্দা অবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করা হয় এবং এতদবিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

(৪) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব হীরালাল বণিক (বিও নং ১২০১৮৪০০০০৭০৩২৩২)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব হীরালাল বণিক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রশংসা করে বলা হয় আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে এবং বিশেষ করে বার্ষিক প্রতিবেদনের শুরুতে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশের জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বক্তব্যের এ পর্যায়ে তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মুজিব শতবর্ষে সকল ভেদাভেদ ভুলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে আহ্বান জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির পারফরম্যান্স গত অর্থবছরের তুলনায় নিম্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও ডিভিডেন্ডের হার গত অর্থবছরের ন্যায় বজায় রাখার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তবে তাঁর বক্তব্যে শেয়ারবাজারের মন্দা অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব হীরালাল বণিক কর্তৃক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করার জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হয়। পরিশেষে, সভার সুস্বাস্থ্য কামনা করার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

সভার এ পর্যায়ে সভাপতি কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয় যে, এ পর্যন্ত ৪ জন বক্তা কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যে শেয়ারবাজারের মন্দা অবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, দেশের ষোল কোটি মানুষের আস্থার স্থল, দেশের তিন তিনবার নির্বাচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর শেয়ারহোল্ডারগণের বক্তব্যে তাঁর উপর আস্থা রাখার বিষয়টি উঠে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেয়ারবাজারের মন্দা অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাঁর বক্তব্যে শেয়ারহোল্ডারগণকে আশ্বস্থ করা হয় যে, শেয়ারবাজারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় অচিরেই শেয়ারহোল্ডারগণ সুসংবাদ পাবেন। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, প্রধান ৪ জন বক্তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা বারবার উঠে এসেছে। চেয়ারম্যান কর্তৃক বক্তব্যে আরও বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, যাঁর জন্ম না হলে লাল-সবুজের পতাকা বাঙালি জাতি পেত না। যাঁর জন্ম না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে ভূ-খন্ড সৃষ্টি হতো না। তাঁর বক্তব্যে বলা হয় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের যদি এতদবিষয়ে কোন প্রস্তাবনা থাকে তবে তা প্রস্তাব করার জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি ভালো প্রস্তাব বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।

এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এআরএমএম বদরুলকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(৫) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এআরএমএম বদরুল (ফোলিও নং ০৩৮৬১)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এআরএমএম বদরুল কর্তৃক সবাইকে সালাম জ্ঞাপনের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করা হয়। বক্তব্যের শুরুতে যথাসময়ে এজিএম শুরু করতে পারায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কোম্পানি কর্তৃক বছরে দুটি উৎসব বোনাস

এবং বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান না করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, গত এজিএম-এ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ও কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হামিদুল হক কর্তৃক উপর্যুক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে, বিষয়টি এ এজিএম আসার পূর্বেই সমাধান করা হবে। কিন্তু অদ্যাবধি বিষয়টির কোন সমাধান করা হয়নি। তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধাদির বিষয়ে সরকারি কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে তা এ কোম্পানিতেও বাস্তবায়িত করা হয়। যেমন : কর্মকর্তাদের অবসরগ্রহণের সময়সীমা সরকার কর্তৃক ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর করা হলে এ কোম্পানিতেও কর্মকর্তাদের অবসরগ্রহণের সময়সীমা ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর করা হয়। কিন্তু ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে দুটি উৎসব বোনাস ও বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মকর্তাদের উক্ত সুবিধা প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাই ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কোম্পানির অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের বর্ণিত প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(৬) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ মোবারক হোসেন (বিও নং ১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ মোবারক হোসেন কর্তৃক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদেরকে প্রদান করার জন্য এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয় এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন ডিসক্লোজার প্রদান করার ফলে শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে বুঝতে সহজ হয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, এ বার্ষিক প্রতিবেদনে আলোচ্য অর্থবছরে যে অর্জন ও স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল হতে কোম্পানির শাহ আমানত জেট-এ-১ ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন এবং ঢাকার কাঞ্চন ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, বর্ণিত পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে কোম্পানির পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে এবং কোম্পানি আরও উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে। তাঁর বক্তব্যে বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয় এবং আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির টার্নওভার ১৭,৪১৮ কোটি টাকা হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। কোম্পানির তেল মজুদ ক্ষমতা ২.৮৯ লক্ষ মে.টন হওয়ার ফলে সারাবছর তেল সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে মর্মে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ১৩০% হারে লভ্যাংশ প্রদান করেও ১৫৭.৮৫ কোটি টাকা কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ডে স্থানান্তর এবং ২,৯২৯ কোটি টাকা আয়কর ও ভ্যাট খাতে জাতীয় কোষাগারে জমা দিতে সক্ষম হয় বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। তাই কোম্পানি কেবলমাত্র তেল বিপণন করে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখছে মর্মে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে রিজার্ভ ফান্ডে ১,৩০৫.০৪ কোটি টাকা আছে। রিজার্ভ ফান্ড যত বেশি কোম্পানির জন্য তত ভালো। কিন্তু বর্তমানে সরকারের একটি নীতির কারণে কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ড ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়। তাই ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অধিক হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হলে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানি ও সরকার সবাই লাভবান হবেন। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানিতে ১,০২৫ জন শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা কাজ করেছেন উল্লেখ করে কোম্পানিতে শূন্য পদ থাকলে তা নিয়োগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, আলোচ্য অর্থবছরে গত অর্থবছরের তুলনায় ব্যবসায়িক সাফল্যে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। তাই মাননীয় চেয়ারম্যান বরাবরে কোম্পানির জ্বালানি তেল বিক্রয়ের মার্জিন লিটার প্রতি ১.০০ টাকা করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(৭) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ডাঃ কাজী মুজিবর রহমান (বিও নং ১২০৩৯৮০০০০৮৫৫৩৯১)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ডাঃ কাজী মুজিবর রহমান কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং উপস্থিত সকলকে মুজিব শতবর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় ডিভিডেন্ডের হার ১৩০% এর পরিবর্তে ২০০% করা হলে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভালো হতো। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় বর্তমানে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড স্টক এক্সচেঞ্জের একটি লিস্টেড কোম্পানি হওয়ায় এবং এতে জনসাধারণের শেয়ার থাকার কারণে কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ড নেওয়ার পূর্বে আইন অনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। যদি সরকার কর্তৃক কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ড নিয়ে যাওয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে কোম্পানির ইপিএস এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব পড়বে তাঁর বক্তব্যে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে শেয়ারবাজারের মন্দা অবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করা হয়। তবে তাঁর বক্তব্যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এর দায়িত্ব নিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় শেয়ারবাজারে আবার সুদিন ফিরে আসবে। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে এজিএম শুরুর সময় ১১.০০ টা থেকে সকাল ১০.০০ টায় করার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদেরকে ৩ থেকে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আগামীতে ডিভিডেন্ডের হার আরও বৃদ্ধিকরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(৮) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ (বিও নং ১২০১৯৬০০১৭১৪৭৪১৩)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রশংসা করা হয় এবং এতে চেয়ারম্যানের ভাষণ ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে বাংলা ও ইংরেজি পাশাপাশি রাখার ফলে বুঝতে সহজ হয়েছে মর্মে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া, বার্ষিক

প্রতিবেদনের প্রথম পাতায় মুজিব শতবর্ষের লোগো দেওয়ার কারণে প্রতিবেদনের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। তবে মুজিব শতবর্ষ এবং কোম্পানির ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে শেয়ারহোল্ডারদেরকে স্মৃতিময় কিছু উপহার দেওয়া উচিত ছিল বলে তাঁর বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আগামীতে কোম্পানি আবারও ভালো ফলাফল করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। তাঁর বক্তব্যে ১৩০% হারে ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলেও ডিভিডেন্ডের হার আরও বৃদ্ধি করলে তা ভালো হতো মর্মে বক্তব্যে মত প্রকাশ করা হয়। আগ্রাবাদে কোম্পানির ২৩তলা অফিস ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাপ্ত হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে বলা হয় যে, ইতোমধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের মধ্যে বেশ কিছু ভালো প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে জনাব এআরএমএম বদরুল কর্তৃক উত্থাপিত ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দু'টি ঈদ উৎসব ভাতা ও নববর্ষ ভাতা না পাওয়া প্রসংগে চেয়ারম্যান কর্তৃক অবহিত করা হয় যে, গত বছর এজিএমে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে বলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে বর্ণিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্ষদ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর এতদবিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোবারক হোসেনের একটি জিজ্ঞাসার বিষয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক বলা হয় যে, কেবলমাত্র কাঞ্চন ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের কাজ নয়, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণ করা হবে এটি একটি অসম্ভব বিষয় ছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় তা সম্পন্ন হচ্ছে। চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক প্রায় ২২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কাঞ্চন ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের কাজটি নৌবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে এবং কাজটি এগিয়ে চলেছে। এছাড়া, জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম থেকে গোদনাইল, ঢাকা পর্যন্ত ২৩৭ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম থেকে জ্বালানি তেল সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকায় পরিবহন করা হবে। এছাড়া, মহেশখালী গভীর সমুদ্র বন্দরে একটি ডিপো স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত ডিপো থেকে প্রায় ৯৪ কি.মি. দীর্ঘ ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল চট্টগ্রামস্থ ইআরএল-এ পরিবহন করা হবে। এছাড়া, ভারত থেকে ১৩০ কি.মি. দীর্ঘ পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানি করা হবে। পায়রা বন্দরে একটি আধুনিক মানের পেট্রোলিয়াম ডিপো নির্মাণ করা হবে। চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরে ১ লক্ষ মে.টন ধারণক্ষমতার ইন্সস্টলেশন নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে আরও উলেখ করা হয় যে, আইসিএমএবি কর্তৃক পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডকে 'বেস্ট কর্পোরেট' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে, যা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একটি সম্মানের বিষয়। এছাড়া, একজন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক উত্থাপিত লোক নিয়োগের বিষয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে কোম্পানি কর্তৃক ২১ জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, ডিভিডেন্ড আগামীতে বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সরকার কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রিজার্ভ ফান্ড নেওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন ছাড়া এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তাই এ বিষয়ে দুঃচিন্তার কিছু নেই বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয়। তাঁর বক্তব্যে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সভায় কোম্পানির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে প্রশংসা করা হয়েছে এ জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানির খারাপ কাজের জন্য যেমন সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি ভালো কাজের প্রশংসা পেলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ভালো কাজের জন্য আরও উৎসাহিত হবে।

এ পর্যায়ে সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে আর কোন বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে কয়েকজন শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক তাঁদের বক্তব্য প্রদানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক তাঁদের বক্তব্য প্রদান করা হয় :

(৯) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাবা হামিদা বেগম (বিও নং-১২০২২৫০০০৭৭২০১৪৫)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাবা হামিদা বেগম কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের প্রতি যাঁদেরকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সম্মান হারাতে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে পুরুষ শেয়ারহোল্ডারদের পাশাপাশি নারী শেয়ারহোল্ডারদেরকে উৎসাহ এবং সুযোগ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যানকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে চমৎকার এবং মনে রাখার মতো আয়োজন বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের হতাশার কথা ব্যক্ত করা হয় এবং পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(১০) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ (বিও নং ১২০২০৫০০০২৩৮৬৩২৪)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন সময়মতো পেয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে ডিভিডেন্ডের হার বৃদ্ধি করার বিষয়ে এবং নগদ ডিভিডেন্ডের পাশাপাশি ৫/১০% স্টক ডিভিডেন্ড দেওয়া যেতে পারতো মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। আগামীতে নগদ ডিভিডেন্ডের পাশাপাশি ৫/১০% স্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রস্তাব রেখে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

(১১) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব শংকর কুমার মল্লিক (বিও নং-১২০৪৪৩০০১৫৩৪০৬৫৬)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব শংকর কুমার মল্লিক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানির ব্যালেন্স সিটে পরিলক্ষিত হয় যে, কোম্পানির গত অর্থবছরের টোটাল অ্যাসেটের পরিমাণ ছিল ১৬,৯৮৩.০২ কোটি টাকা, যা আলোচ্য অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৬,৬২০.৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির টোটাল অ্যাসেটের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, রিটেইন্ড আর্নিংস-এ গত অর্থবছরে ছিল ১,১৪৭.১৯ কোটি টাকা, যা আলোচ্য অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩০৫.০৪ কোটি টাকা। রিটেইন্ড আর্নিংস বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেয়ার প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু গত অর্থবছরের তুলনায় আলোচ্য অর্থবছরে বৃদ্ধি পায়। তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গত অর্থবছরের ব্যালেন্স সিটে শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআর) এর পরিমাণ ছিল ৪২২.৫৯ কোটি টাকা, যা আলোচ্য অর্থবছরে উত্তোলন করা হয়। এছাড়া, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে নিট ক্যাশ/জেনেরেটেড ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজ-এ গত অর্থবছরে ৩৭৫.২৮ কোটি টাকা মাইনাস ছিল, যা আলোচ্য অর্থবছরে ৫১৩.৬৬ কোটি টাকা মাইনাস এবং শেয়ার প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো-তে গত অর্থবছরে ৩৬.৩৭ টাকা মাইনাস, যা আলোচ্য অর্থবছরে ৫২.২৯ টাকা মাইনাস প্রদর্শিত হয়। নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো যেখানে মাইনাস সেখানে কোম্পানি কর্তৃক কীভাবে ১৩০% হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হচ্ছে তিনি তা তাঁর বক্তব্যে জানতে চায়।

(১২) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব (বিও নং-১২০১৯৬০০০৮০১৪৩৬৭)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহাব কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে এজিএম এর সুন্দর আয়োজনের জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশনে মহিলাদের জন্য আলাদা লাইন এবং বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ফলে শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্ট্রেশন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে শেয়ারবাজারের মন্দা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ডের বিষয়ে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে আশ্বস্ত প্রকাশ করা হয়। পরিশেষে, আগামীতে ডিভিডেন্ডের হার আরও বৃদ্ধিকরণের প্রস্তাব প্রদান করে তাঁর বক্তব্য শেষ করা হয়।

সভার এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান কর্তৃক সবাইকে সালাম প্রদানের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করা হয়। বক্তব্যের শুরুতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ অনেক দুর-দুরান্ত থেকে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে এ সভা সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক যে বক্তব্য প্রদান করা হয়, তা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের প্রশ্নের জবাবে অবহিত করা হয় যে, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে দু'টি বেইসমেন্ট এবং একটি সেমিবেইসমেন্টসহ ২৩তলা অফিস ভবনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ২টি বেইসমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ভবনের উপরের স্তরের নির্মাণ কাজ চলছে। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, কাঞ্চন ব্রিজ সংলগ্ন পিতলগঞ্জ থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত ১৬ কি.মি. দীর্ঘ পাইপলাইন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে এবং পিতলগঞ্জে কোম্পানির একটি ডিপো হবে। ইতোমধ্যে ৫.৫০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্ত ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, সেপ্টেম্বর ২০২০ সালের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্ণিত পাইপলাইন কমিশনিং এর পরে এর পরিচালনের কাজ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের মাধ্যমে করা হবে এবং এ দায়িত্ব প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বিপিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এর পরিচালনা কাজ শুরু হলে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পাবে মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। একজন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো মাইনাস হওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে এলএনজি ব্যবহারের ফলে আলোচ্য অর্থবছরে পিডিবি'র নিকট কোম্পানির ১.৬৩ লক্ষ মে.টন ডিজেল বিক্রয় হ্রাস পায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, পিডিবি সাধারণত তেলের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে থাকে এবং পিডিবিকে সরবরাহ বাবদ তেল বিক্রয়ের মার্জিন ছাড়াও কোম্পানি লিটার প্রতি ৬০ পয়সা করে কমিশন পায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কোম্পানি বিপিসি থেকে বাকিতে জ্বালানি তেল ক্রয় করে থাকে এবং বিপণনের পর পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করে। বিপিসি থেকে কোম্পানি কর্তৃক বাকিতে গ্রহণকৃত জ্বালানি তেলের মূল্য বাবদ কোন বছরে কম অর্থ পরিশোধিত হলে তা পরবর্তী অর্থবছরে বকেয়া পাওনাসহ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, টোটাল অ্যাসেট হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে একজন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির কারেন্ট অ্যাসেট হ্রাস পাওয়ার কারণে টোটাল অ্যাসেট হ্রাস পায়। তবে কোম্পানির নন-কারেন্ট অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেল পণ্য বিপণনের মার্জিন লিটার প্রতি ১.০০ টাকা করার বিষয়ে একজন শেয়ারহোল্ডারের প্রস্তাবের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, ২০১৬ সালে ডিজেল, কেরোসিন, এমএস ও অকটেন বিক্রয়ে কোম্পানির মার্জিন লিটার প্রতি ৩০ পয়সা থেকে ৫০ পয়সায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন জ্বালানি তেল পণ্য বিপণনের মার্জিন বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং সে কমিটিতে তিনি একজন মেম্বার ছিলেন। এছাড়া, জেট-এ-১ জ্বালানি পণ্য বিপণনের মার্জিনও ২০১৭ সালেই বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এতদবিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিপিসি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি কর্তৃক বেশ কিছু উন্নয়মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পতেঙ্গাস্থ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা হতে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন জেট এ-১ ডিপো, চট্টগ্রামে পাইপলাইনযোগে তেল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে আছে। ডিপিপি অনুমোদন হলেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আশ্বস্ত করা হয় যে, তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কোম্পানির পরিচালনায় গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁর বক্তব্য শেষ করা হয়।

আর কোন বক্তব্য না থাকায় সভাপতি কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনসহ গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মহিউদ্দিন মোহাম্মদ মারুফ (বিও নং ১২০১৮৪০০৪৮৪১৪৩৮১)** কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৯ সালে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ (বিও নং ১২০২০৫০০০২৩৮৬৩২৪)** কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত:

৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচি- ০৩ : ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৯ সালে সমাপ্ত অর্থবছরের অর্জিত মুনাফা থেকে ১৩০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড অর্থাৎ প্রতি ১০/- টাকার শেয়ারে ১৩/- টাকা নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। অতঃপর সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুমোদনের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ আব্দুল আনিস (বিও নং ১২০১৬০০০১৭৪১৮৬২৩)** কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১৩০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর শেয়ারহোল্ডার **জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ (বিও নং ১২০২০৫০০০২৩৮৬৩২৪)** কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত:

৩০শে জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য শেয়ার প্রতি ১৩/- টাকা নগদ অর্থাৎ ১৩০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ০৪ : পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এবং কোম্পানির পরিচালন বিধি অনুযায়ী প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পালাক্রমে অবসরগ্রহণ করেন এবং অবসরগ্রহণকারী পরিচালকগণ পুনঃমনোয়নযোগ্য। ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদ থেকে পর্ষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমান ও পরিচালক জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান মিয়া টুটুল অবসরগ্রহণ করেন। তাঁদের উভয়কে বিপিসি কর্তৃক এ বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়।

এছাড়া, চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২১৭/অ্যাডমিন/৯০ তারিখ ২১ মে ২০১৯ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে গত ২১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে সাময়িক শূন্যতার (ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি) সৃষ্টি হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৫-০৯-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক সমকাল ও দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় বিএসইসি'র বর্ণিত নোটিফিকেশন অনুসারে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের উপর ২% শেয়ারধারী আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণকে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদের জন্য কোম্পানির নিকট অভিপ্রায় পত্র (লেটার অব ইনটেনশন) প্রেরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে আগ্রহী প্রার্থীগণ কর্তৃক তাঁদের অভিপ্রায় পত্র প্রেরণ করা হয়। এমতাবস্থায়, গত ২৪-০৯-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কোম্পানির

৪৫৪তম পর্ষদ সভায় বিএসইসি'র উপর্যুক্ত নোটিফিকেশন, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ ও কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আগ্রহী প্রার্থীগণের মধ্য থেকে শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের শূন্য পদে ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কোং লি. এর মনোনীত প্রার্থী জনাব নাসিরুদ্দিন আকতার রশীদকে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক বিপিসি কর্তৃক পুনঃমনোনীত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে জনাব মোঃ সামছুর রহমান ও পরিচালক পদে জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান মিয়া টুটুলকে পুনঃনির্বাচিত করার জন্য এবং ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সির কারণে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদের শূন্যপদে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব নাসিরুদ্দিন আকতার রশীদের নিয়োগের প্রতি কার্যোত্তর অনুমোদন প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব জিকু কৃষ্ণ দে (বিও নং-১২০৪৮৬০০২৮৭০১২০৫)** কর্তৃক পরিচালক পদে বিপিসি কর্তৃক পুনঃমনোনীত জনাব মোঃ সামছুর রহমান ও পরিচালক পদে জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান মিয়া টুটুলকে পুনঃনির্বাচিত করার জন্য এবং ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সির কারণে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদের শূন্যপদে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব নাসিরুদ্দিন আকতার রশীদের নিয়োগের প্রতি কার্যোত্তর অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোহাম্মদ ওসমান গণি (বিও নং-১৩০১০৩০০০০০৪৮৮৮৪)** কর্তৃক সকলের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করা হলে সভা কর্তৃক তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে জনাব মোঃ সামছুর রহমান ও পরিচালক পদে জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান মিয়া টুটুলকে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে পুনঃনির্বাচিত করা হলো এবং ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সির কারণে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদের শূন্যপদে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব নাসিরুদ্দিন আকতার রশীদের নিয়োগের প্রতি শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে কার্যোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আলোচ্যসূচি- ০৫ : ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স রহমান রহমান হক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কোম্পানির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে ভ্যাট ব্যতীত ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে তারা এই বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসরগ্রহণ করে এবং তারা পুনঃমনোনয়নযোগ্য। তন্মধ্যে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানির নিরীক্ষা কার্যের নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, মেসার্স রহমান রহমান হক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানির নিরীক্ষা কার্যের নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে অনিবার্য কারণবশত তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এমতাবস্থায়, কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিক হিসেবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক কোম্পানির ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যের জন্য বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এর সাথে মেসার্স রহমান রহমান হক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসের স্থলে মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস তাদের পত্র সূত্র নং: আরএম/সিটিজি/২০১৯/অডিটফি-১১৮ তারিখ ২৪-১১-২০১৯ এর মাধ্যমে কোম্পানির বর্তমান নিরীক্ষা ফি বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির নিকট অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে, গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৫৮তম পর্ষদ সভায় বিপিসি'র উক্ত মনোনয়নের প্রতি সমর্থন এবং বর্তমান নিরীক্ষা ফি ভ্যাট ব্যতীত মোট ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) থেকে বৃদ্ধি করে ভ্যাট ব্যতীত মোট ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক কোম্পানির ২০১৯-২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে ভ্যাট ব্যতীত ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে নিয়োগের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব এসএম শহিদুল্লাহ্ (বিও নং-১২০৩৩৩০০১৮৫৬৫৫৩০)** কর্তৃক ৩০শে জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য কোম্পানির বিধিবদ্ধ বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে ভ্যাট ব্যতীত ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব নিয়ামুল মৌলা (বিও নং ১২০৩৮৬০০১৪৮৩১৬৯২)** কর্তৃক সকলের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করা হলে সভা কর্তৃক তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

৩০শে জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য কোম্পানির বিধিবদ্ধ বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে ভ্যাট ব্যতীত ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে নিয়োগের প্রস্তাব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচি- ০৬ : কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড প্রতিপালনের বিষয়ে সনদ প্রদানের নিমিত্ত গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৫৮তম পর্ষদ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে গত অর্থবছরের ন্যায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সনদ প্রদানের কাজের জন্য হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ সায়েম উদ্দীন চৌধুরী (বিও নং ১২০৪১৮০০৫৪৮৯৮৫৪১)** কর্তৃক ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সনদ প্রদানের কাজের জন্য মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়।

সমর্থন:

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ সেলিম মিয়া (বিও নং ১২০২৮১০০১৫৮৭৬৪৪৭)** কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবটি সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড প্রতিপালনের বিষয়ে সনদ প্রদানের কাজের জন্য মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

সমাপনী বক্তব্য :

আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত সমাপনী বক্তব্যে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ১২/০২/২০২০ খ্রি.
(মোঃ সামছুর রহমান)
চেয়ারম্যান